দৈনিক

তারিখ ... JUL 2017

মা-মেয়ের মাথা ন্যাড়া করায় ফুঁসছে মানুষ

গ্রেপ্তার কাউন্সিলর রুমকি

প্রদীপ মোহন্ত, বগুড়া ●

বগুড়ায় ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং ধর্ষিতা ও তার মায়ের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার ঘটনায় কাউন্সিলর মারজিয়া হাসান রুমকি, তার মা রুমি বেগম ও বাবা জামিলুর রহমান গ্রেপ্তার হয়েছেন। তারা ঘটনার মূল আসামি ধর্ষক তুফান সরকারের স্ত্রীর বড় বোন, মা ও বাবা। গতকাল সন্ধ্যায় পাবনা শহরের একটি বাসা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তবে ধর্ষণ ও নির্যাতন মামলার অপর আসামিরা এখনো অধরা রয়েছেন।

এদিকে গতকাল মামলার প্রধান আসামি শ্রমিক লীগ নেতা তুফান সরকারসহ তিনজনকে তিনদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। অপর দুজন হলেন– আলী আজম ওরফে ডিপু ও রুপম। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে তুফানসহ ৩ জনকে হাজির

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

মা-মেয়ের মাথা ন্যাড়া করায় ফুঁসছে মানুষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) করে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানান।

এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন চক্রবর্তী জানান, শুনানি শেষে বগুড়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যাম সুন্দর রায় তিন আসামির ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অপর আসামি আতিকুর রহমান আতিক গত শনিবারই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। এ কারণে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়নি।

এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, আতিকুর রহমান আতিক আদালতে স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, তুফান সরকারের কথামতো তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি এনে দেন এবং তুফান মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন।

ঘটনায় জড়িত তুফান সরকারের স্ত্রীসহ অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার করতে না পারা প্রসঙ্গে তিনি জানান, শিগগিরই তারা গ্রেপ্তার হবেন। অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বগুড়া সদর থানার ওসি এমদাদ হোসেনও জানিয়েছেন, চারদিকে সোর্স লাগানো হয়েছে। লুকিয়ে থাকলেও আসামিদের বের করা হবে।

ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ

কিশোরীকে ধর্ষণ ও মা-মেয়েকে নির্যাতন শেষে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসামিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনার বিচার এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে গতকাল চোখে কালো কাপড় বেঁধে বগুড়া শহরের সাতমাথায় মানববন্ধন হয়েছে। মানববন্ধন থেকে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

অন্যদিকে নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বগুড়া জেলা প্রশাসন। ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্যাতিত পরিবারের নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তার ঘোষণাও দিয়েছেন বগুড়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (শজিমেক) চিকিৎসাধীন ধর্ষিতা ছাত্রীকে দেখতে যান তিনি। এ সময় জেলা প্রশাসক ভুক্তভোগীর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং ব্যয়ভার বহনের ঘোষণা দেন।

পরে দুপুরে তিনি তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানান, মা-মেয়েকে নির্যাতনের ঘটনায় এক জনপ্রতিনিধির নাম আসায় বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) আব্দুস সালামকে প্রধান করে গঠিত কমিটিতে জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম ও জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সহিদুল ইসলাম খানকে সদস্য করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, প্রশাসন থেকে ওই পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তাও দেওয়া হবে। এ ছাড়া এবার এসএসসি পাস করা ওই কিশোরীকে কলেজে ভর্তিসহ পরবর্তী বিষয়গুলোও দেখবেন বলে জানান নূরে আলম সিদ্দিকী।

তুফান সরকারের চাঁদাবাজি

অভিযোগ রয়েছে, তুফান সরকার বগুড়া শহরে প্রায় ১৫ হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা থেকে ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা তুলে রাতারাতি কোটিপতি বনে যান। এ ছাড়া শ্রমিক লীগের নামে প্রতিটি রিকশা থেকে প্রতিদিন ২০ টাকা করে আদায় করেন। এর আগে তিনি মাদকসহ র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এলাকার মাদক সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে তার যোগসূত্র রয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী ঘোরাফেরা করত বলেও তথ্য রয়েছে পুলিশের কাছে। এখন নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় এসব ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তুফান সরকারকে শ্রমিক লীগ থেকে বহিষ্কার

মামলার প্রধান আসামি জাতীয় শ্রমিক লীগ বগুড়া শহর শাখার আহ্বায়ক ধর্ষক তুফান সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শ্রমিক লীগের সভাপতি শুক্কুর মাহামুদ ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম গতকাল এক যৌথ বিবৃতিতে তুফানকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। তারা বলেন, জাতীয় শ্রমিক লীগ একটি সুশৃঙ্খল আদর্শিক সংগঠন। এই সংগঠনে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই। একই সঙ্গে ছাত্রী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান শ্রমিক লীগের শীর্ষ দুই নেতা।

● উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকালে বগুড়া পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মার্জিয়া হাসান রুমকির চকসূত্রাপুর এলাকার বাসায় সদ্য এসএসসি পাস করা ওই ছাত্রী ও তার মাকে বেদম মারধরের পর তাদের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। এর আগে ১৭ জুলাই ওই নারী কাউন্সিলরের ভগ্নিপতি (ছোট বোনের স্বামী) তুফান সরকার ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি ধামাচাপা দিতেই শুক্রবার মা-মেয়েকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। এ ঘটনায় নির্যাতিতা ছাত্রীর মা বাদী হয়ে নারী কাউন্সিলর মার্জিয়া হাসান রুমকি ও তার ভগ্নিপতি তুফান সরকারসহ ৯ জনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
ডিঃ, পরিসংখ্যান বিভাগ
ডিঃ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর